প্রথম আলো

তারিখ 20 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৮

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জায়গা দখল

এই অপতৎপরতা এখনই থামাতে হবে

ক্ষমতার পালাবদল হবে, আর দখলের পালাবদল হবে না, তা কি হয়! ২০০৪ সাল থেকে নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজের ৬০০ বর্গফুট জায়গার মালিকানা দাবি করে আসছিলেন সোনারগাঁ উপজেলা যুবদলের নেতা কাজী নজরুল ইসলাম। আর মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর এখন নিজেদের মালিক ঘোষণা করেছেন জাতীয় পার্টির নেতা আ্যজহারুল ইসলাম মোল্লাসহ কয়েকজন। কোটি টাকা মূল্যের এই জমির দখল নিতে উভয় পক্ষই সক্রিয় রয়েছে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এ ধরনের দখল ও পাল্টা দখলের সংস্কৃতি থেকে যেন কোনোভাবেই বের হওয়া যাচ্ছে না।

১৯৭৮ সালে জায়গাটি রেল কর্তৃপক্ষ মহিলা কলেজকে ইজারা দেয়। 'রেললাইনের দুই পাশের কমপক্ষে ২০ ফুট জায়গা রেলওয়ের অধিগ্রহণকৃত, তাই এ জায়গার মালিক কোনো ব্যক্তি হতে পারে না'—রেল কর্তৃপক্ষের এ বক্তব্য খুবই যৌক্তিক। এই হিসাব মাথায় রাখলে মালিকানা দাবিদারদের বক্তব্যের অসারতা সহজেই প্রমাণিত হয়।

অন্যদিকে, নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগে জাতীয় পার্টির কার্যালয় নির্মাণের অজুহাতে চারুকলা ইনস্টিটিউট ও শিশু উদ্যানের জায়গা দখলের চেষ্টা চালিয়েছে আরেক দল সন্ত্রাসী। কার্যকর ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব হলে নারায়ণগঞ্জ শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত এসব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বেদখল হয়ে যেতে পারে।

সব সরকারের আমলেই কিছু ধূর্ত স্বার্থবাজ লোকের দেখা পাওয়া যায়, যারা দলের নাম ভাঙিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। আমাদের দুর্ভাগ্য, প্রতিটি সরকারই এদের ফাঁদে পা দেয়। অতীতে দেখা গেছে, সব ক্ষেত্রে দখলপ্রক্রিয়া চলেছে ক্ষমতাসীনদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদদে। সরকার কঠোর না হলে মহাজোটভুক্ত আওয়ামী লীগ বা জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের এসব অপচেষ্টা কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না। সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে দখলের অপসংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার বিকল্প নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে কোনো ধরনের অপতৎপরতা গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা আশা করব, বর্তমান সরকারের কাছে নারায়ণগঞ্জের দখলদারেরা কোনো রকম প্রশ্রয় পাবে না এবং সব দখলদারকে কঠোর হাতে দমন করা হবে।